



নতৃত্ব এবং প্রতষ্ঠানরে সাফল্য

লেখক: হুমায়রা নাজবি নদী | প্রকাশিত: 15 October 2026, 11:09 AM | বিভাগ: এইচআরএম



লডারশপি বা নতৃত্বের কোনো বকিল্প হয় না। যুগ যুগ ধরে এই সত্যই বারবার প্রমাণিত হয়ে আসছে। পরবির থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের পরিচালনা বা বশি^কে নতৃত্ব দেওয়া সব জায়গাই এর গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা হরহামশো বিভিন্ন কারণে “করপোরটে লডার” শব্দযুগল ব্যবহার করছি। বিভিন্ন প্রতষ্ঠানরে সাফল্যের নপেথ্যে করপোরটে লডারদের ভূমিকাই মুখ্য। তাঁদের নতৃত্বই প্রতষ্ঠানকে সাফল্যের স্বর্ণশখিরে পৌঁছে দিচ্ছে। লডারশপি একটি প্রতষ্ঠানরে কাজের ধারা বদলে দেয়। কর্মীদের যারপরনাই কাজের প্রতীতিসাহতি করে তোলে। লডারশপি স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প শ্রমে অধিক কাজের নশিচয়তা দেয়। কর্মপরবিশে উন্নত করে। কাজের গুণগতমান বাড়িয়ে দেয়। কর্মীদের মনে সন্তুষ্টি বাড়িয়ে দেয়। আর এ সবই প্রতষ্ঠানরে জন্য সুফল বয়ে আনে। যার শেষে ফলাফলস্বরূপ প্রতষ্ঠান মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ পায়।

আমি মূলত লন্ডনে একটি মার্কেটিং কোম্পানিতে কাজ করছি। এই কোম্পানি বিভিন্ন প্রতষ্ঠানরে মার্কেটিং প্রমোশনের কাজগুলো করে। আমাদের প্রচুর মার্কেটিং প্রমোশন ক্যাম্পেইনের কাজ করত

হয়। কাজগুলো এতোটাই নখিঁতভাবে করা হয় যতো প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পেইনরে লক্ষ্য পূরণে দাবুণভাবে সহায়তা করে। প্রতিটি কাজে সফল পরিসমাপ্তির কারণ হিসেবে অনেকেই মনে করেন আমাদের সিস্টেমের কারণে কাজগুলো আমরা সুন্দরভাবে করতে পারছি কিন্তু প্রশ্ন হলো সিস্টেমটি এলো কোথা থেকে? এখানই উত্তর হলো ওই লডারশপি থেকে। লডারশপিই বলে দিয়ে প্রতিষ্ঠান কভাবে চলবে। আর ওই লডারশপি থেকেই বেরিয়ে আসে প্রতিষ্ঠান দনিশেষে কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে।

ইংল্যান্ডে অসংখ্য ছলেমেয়ে পার্টটাইম জব করে। এটা শুধু ইংল্যান্ডে নয়। বরং পুরো পৃথিবী জুড়েই এই দৃশ্য বদ্যমান। অনেকে ছলেমেয়ে পার্টটাইম জব হিসেবে বিভিন্ন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি বা মার্কেটিং কোম্পানিতে কাজ করছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানেও অনেকে ছলেমেয়ে কাজ করছে। এদের অধিকাংশই শিক্ষার্থী। আজ আমি পাঠকদের আমাদের কোম্পানির একটি মার্কেটিং ক্যাম্পেইনরে কাজে ধরন সম্পর্কে জানাবো। এটা জনে হয়তো কারও কারও কাছে কাজে এই ধরনটি ভালো লাগতেও পারে। কউে কউে হয়তো এই ধারণাকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসার কথা চিন্তাও করতে পারেন।

মনে করুন আগামীকাল ক্যাম্পেইন শুরু হবে। কোনো ব্যাংকরে একটি নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে ক্যাম্পেইন। লন্ডন শহরে ১০০টি পয়েন্টে এই ক্যাম্পেইন চলবে। প্রত্যেকে টমিলডির আজ বকিলেরে মধ্যে তাঁর অধীনস্থ সকল টিম মেম্বারদের ফোন করে আগামীকালরে ক্যাম্পেইন সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দবিনে। আগামীকাল সকালে নির্ধারিত সময়ে এরিয়া ম্যানেজার তাঁর টমিলডিরকে সাথে নিয়ে ক্যাম্পেইনরে সকল উপকরণসহ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়বনে। টমিলডির তাঁর নির্ধারিত প্রতিটি পয়েন্টে টিম মেম্বারদের কাছে ক্যাম্পেইনরে উপকরণগুলো পৌঁছে দবিনে। অতপর প্রতিটি পয়েন্টে থেকে একযোগে ক্যাম্পেইন কার্যক্রম শুরু হবে। দনিশেষে ক্যাম্পেইনরে ভালো-মন্দ দকিগুলো নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি হবে। ক্যাম্পেইনরে শুরু এবং শেষে এই পরবটুকু শুনবে যে কারও মনে খটকা লাগতে পারে এত সহজেই ক্যাম্পেইন করা যায় বা এভাবে ক্যাম্পেইন করে কী কোনো ভালো ফল পাওয়া সম্ভব? এখানে আসলে পুরো প্রক্রিয়ার শেষে দৃষ্টটুকু সকলে দেখতে পাচ্ছেনে। পুরো প্রক্বেপটটকিন্তু ভিন্ন। শেষে দৃষ্টের কাজটুকু দেখলে মনে হবে কী সুন্দর সিস্টেমে ডভেলপ করা হয়েছে, তাই না! আসলে সিস্টেমটি এসছে লডারশপি থেকে।

আমরা যখনই কোনো ক্যাম্পেইনরে আয়োজন করি তখন ওই ক্যাম্পেইনে প্রমোটর হিসেবে কাজ করার জন্য অনেকে লোকবল প্রয়োজন হয়। এই প্রমোটররাই টিম মেম্বার হিসেবে পরিচিতি। যারা এই কাজে আসছে তাঁদের প্রায় সকলেই শিক্ষার্থী। ইতোমধ্যে উল্লেখ করছি এটা তাঁদের পার্টটাইম জব। অসংখ্য শিক্ষার্থী এই কাজে জন্য আমাদের অফিসে এসে বা মইল করে সভিজিমা দিয়ে। প্রতিমাসে অফিস থেকে তাঁদের জন্য গ্রুমিংয়ের আয়োজন করা হয়। সেখানে ক্যাম্পেইনরে নানা দকিগুলো সম্পর্কে তাঁদের শেখানো হয়। একটি প্রোডাক্ট সম্পর্কে কভাবে তথ্য উপস্থাপন করবে, কাদের কাছে তথ্য উপস্থাপন করবে, উপস্থাপনের ধরন কমন হবে, তাঁদের বডল্যাংগুয়েজ কী হবে, কারও সাথে কথা বলার

সময় প্রথমতে কবি বলবে এবং শেষে কবি বলবে, তাঁদের ড্রসেকোড কবি হবে এবং এর বাইরে আরও যত সকল বিষয় রয়েছে তার সবকিছুই গ্রুমিং সেশনগুলোতে শিখিয়ে দেওয়া হয়। যারা এই কাজগুলোতে উৎসাহিতারা একটি বা দুটি সেশনে উপস্থিতি থাকলেই বিষয়টি বুঝে নতি পাবে। কটে যদি নিজেকে আরও বেশি পরিমাণে আত্মবিশ্বাসী করে তোলতে চায় তাহলে বারবার এ ধরনের গ্রুমিং সেশনে অংশগ্রহণ করতে পারে। যেহেতু প্রতিমাসেই নতুন নতুন শিক্ষার্থীরা কাজ করতে আসে, সেহেতু প্রতিমাসেই আমাদের গ্রুমিং ক্লাশগুলো থাকে। ফলে আমাদের সুবিধা হলো কোনো ক্যাম্পইন প্রোগ্রামের আগে প্রমোটারদের নিয়ে দফায় দফায় মিটিং সিটিং করার প্রয়োজন হয় না।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন প্রমোটার হিসেবে যারাই আসছে তাঁদেরকে শুরুতেই আমরা বাছাই করে নই। যোগ্যতার ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দিই না। একজন প্রমোটার কোথায় পড়ালেন, তার ব্যবহার কমন, তার বডি ল্যাংগুয়েজ কমন, কমিউনিকেশন স্কিল কমন, তার কমনসেন্স কমন এই বিষয়গুলোর পাশাপাশি আরও কিছু বিষয় বিবেচনা করেই দলে নেয়া হয়। ফলে একটি ক্যাম্পইন প্রোগ্রাম হাতে নেয়ার পরই আমরা বুঝতে পারি কোন ক্যাম্পইনের জন্য কাদের বাছাই করতে হবে। অফিস থেকে নির্ধারিত ক্যাম্পইন প্রোগ্রামের জন্য প্রমোটারদের তালিকা তৈরি করে তাঁদের ই-মেইল অ্যাড্রেসে একটি গাইডলাইন দিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি এসএমএস করেও তাঁদের অবহতি করা হয়। যদি কোনো প্রমোটার ক্যাম্পইনে অংশ নতি না পারে তাহলে সে আগের আমাদের অবহতি করে। আমরা তার পরবর্ত্তে অন্য কাউকে বাছাই করি। তাছাড়া ক্যাম্পইনের আগের দিন প্রত্যেকে টিমলিডার তার দলে প্রত্যেকে প্রমোটারের সাথে ফোনে রকিনফার্ম করে নেন। এভাবে কাজ করার কারণে আমাদের কাজের ফলাফল হয় অত্যন্ত ভালো। পাশাপাশি সময়, শ্রম, অর্থ সবকিছুই সাশ্রয় হয়। প্রতিটি কাজের মধ্যেই আমরা সিস্টেমে অনুসরণ করি। আর এই সিস্টেমগুলো কনিন্টুলিডারশিপ বা নেতৃত্ব থেকেই আসে।

একটি ক্যাম্পইন চলাকালীন সময়ে প্রত্যেকে এরিয়া ম্যানেজার বিভিন্ন পয়েন্টগুলো পরদর্শনে বের হন। তিনি লক্ষ্য করেন কোথাও কোনো অসংগতি হচ্ছে কিনা। কোনো জায়গায় কাজে কোনো ঘটনা রয়েছে কিনা। প্রমোটাররা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছে কিনা। যদি কোথাও কোনো ভুলভ্রান্তি তার চোখে ধরা পড়ে তাহলে তিনি তা সংশ্লিষ্ট টিমলিডারকে অবহতি করেন। টিমলিডার ওই ভুলভ্রান্তির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রমোটারকে সতর্ক করেন, প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন, সংশোধনের জন্য পরামর্শ দেন, এমনকি প্রয়োজন হলে পরবর্ত্তী কাজ থেকে তাঁকে বাদ দিয়ে দেন। প্রতিটি কাজ এমনভাবে করা হয় যেন সেখান থেকে সর্বোচ্চ আউটপুট বের করা সম্ভব হয়। এটাই হলো ভালো নেতৃত্বের বিশেষত্ব। আমি এখানে কাজ করার সময় প্রতিমুহূর্ত্তেই অনুধাবণ করি নেতৃত্ব কভাবে কাজগুলোকে সুন্দরভাবে সমাপ্ত রাখতে পারি। আমার ব্যক্তিগত অনুধাবণ হলো এখানে প্রতিটি কাজ করার আগে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে পরিকল্পনা করা হয় এবং প্রতিটি পরিকল্পনায় যোগ্য ব্যক্তিদের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করা হয়। এটাও ভালো নেতৃত্বের একটি বিহিঃপ্রকাশ।

